জঙ্গলের হাতছানি

তনুকা ভৌমিক এন্দ

'দাদা,ও দাদা, তোমার জঙ্গলের গল্পগুলো বল না'। শুধু ডাকাডাকি নয়, দশ বছরের নাতনী মিলি দাদুর হাত ধরে টানাটানিও করছে।

বীরন্দ্রকুমার দেব, যাঁর আদরের নাম 'দাদা', একজন রাশভারী মানুষ। মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল, পুরু গোফ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তাঁর গুরু-গম্ভীর মেজাজের দরুণ বাড়িশুদ্ধ লোক তাঁকে সমীহ, এমন কি ভয় করে চলে। শীতের দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার সেরে বারান্দায় ইজি-চেয়ারে আরাম করে বসে একটু খবরের কাগজের শেষ পাতাটা পড়ে নিচ্ছিলেন, কিন্তু আদরের নাতি-নাতনীরা যে তাঁর একমাত্র দুর্বল জায়গা। মিলিকে তিনি না করতে পারেন না। অগত্যা খবরের কাগজ সরিয়ে রাখতে হল। চশমাটা খুলে নিয়ে বললেন,

"বল, দিদি, কোন্‌টা শুনবি"।

'হাতীর গল্পটা বল। সেই কলা খাওয়ার গল্পটা?'

'লেপার্ডেরটাও বলতে হবে'। জিতের গলা।

ওহো, সবাই জড়ো হয়েছে দেখছি-ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন বীরেন দেব। অ্যানুয়াল্ পরীক্ষার পর সব নাতি-নাতনী ছুটি কাটাতে এসেছে তাঁদের শিলিগুড়ির বাড়িতে। তাঁর মেয়ের দুই ছেলে জিৎ আর জয়, বড় ছেলের মেয়ে বিদিশা আর ছোট ছেলের মেয়ে মিলি। সব মিলিয়ে চারজন উৎসুক শ্রোতা। তাদের বাবা-মায়েরা সব বেরিয়েছে কাছাকাছি বাজারে।

পুরোনো স্মৃতিগুলোকে একটু ঝেড়ে সাফ করে নিলেন বীরেন দেব। এক সময়ে ফরেস্ট অফিসার হিসাবে চাকরিজীবন শুরু করেছিলেন দেরাদুনে ফরেস্ট অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নিয়ে। তারপর ভারতের নানা প্রান্তে কত জায়গাতেই না কাজ করেছেন - ত্রিপুরা, হিমাচল প্রদেশ, নর্থ বেঙ্গল, উত্তর প্রদেশ, এমন কি সুদূর আন্দামানেও যেতে হয়েছে কাজের সূত্রে! ঘুরতে হয়েছে অনেক গভীর জঙ্গলে-হয়েছে কত আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

নাতি-নাতনীদের দিকে নতুন চোখ নিয়ে তাকান বীরেন দেব। মিলি, সবচেয়ে ছোট, ক্লাস ফোরের ছাত্রী। গল্প শোনায় তার সব থেকে বেশী উৎসাহ। মিলির চেয়ে বড় জিৎ আর বিদিশা, দু-জনেই পড়ে ক্লাস সিক্সে। আর সবার বড় জয় পড়ে ক্লাস এইটে। এখনও পর্যন্ত বড় হওয়ার গাম্ভীর্য বজায় রেখে জয় একটু চুপ-চাপ। কিন্তু সত্যি, দিল্লী আর কোলকাতার শহুরে পরিবেশে বড় হয়ে কতটুকু স্বাদ পাবে এরা জঙ্গলের মাধুর্যের, জঙ্গলের বিপদের? ভাবতে থাকেন বয়স্ক মানুষটি।

'ও দাদা, কি হল, শুরু কর তোমার গল্প'। বাচ্চারা অধৈর্য হয়ে উঠেছে, এমন কি জয়ও গলা মেলাচ্ছে ছোট ভাই-বোনেদের সাথে। 'বেশ, বেশ শুরু করছি। শোন্ তবে'। ইজি-চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে শুরু করলেন বীরেন্দ্রকুমার দেব।

"তখন আমি সবে ফরেস্ট অফিসার হবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি। আমাদের ট্রেনিং-এর জন্য পাঠানো হল দেরাদুনে-সেখানে ছিল IndianForest Research Institute and College। সেখানে দু বছরের ট্রেনিং নিতে হবে। আমরা সেখানে কলেজেরই হোস্টেলে থাকতাম।"

'দারুণ তো'! হাততালি দিয়ে ওঠে মিলি। 'তোমরা হোস্টেলে থাকতে ? খুব মজা করেছ সেখানে?'

'শোন্, হোস্টেল মানে তোদের এখন যেমন মুরগীর খাঁচার মত ঘর হয়, তেমন নয়। সেখানে ছিল বিরাট এলাকা, বড় মাঠ, তার মধ্যে মিলিটারী ব্যারাকের মত সার সার ঘর আর প্রতিটা ঘরে অ্যাটাচ্ড্ বাথরুম। খাওয়া-দাওয়ার জন্য কমন মেস। মজা বলতে যদি বল ফূর্তি করেছি কিনা, তা হয়ত নয়। কিন্তু শিখেছি অনেক। ওটা ট্রেনিং পিরিয়ড ছিল, কাজেই কিভাবে ফরেস্ট সার্ভে করতে হয়, মাটি পরীক্ষা করতে হয়, কি গাছ-গাছালি কোথায় লাগাতে হয়, সবই আমাদের শিখতে হত'।

'জঙ্গলে নিয়ে যেত না তোমাদের?' জিৎ জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, দাদু, জঙ্গলে গিয়েই তো কাজ শিখতাম। তা একবার আমরা হল্দওয়ানীর একটু উপরে একটা পাহাড়ে ক্যাম্প করেছি। সেখানে থেকে কিছুদিন ট্রেনিং এর পর আবার পাত্তাড়ি গুটিয়ে আর এক জায়গায় গিয়ে ক্যাম্প করতে হবে'।

'ক্যাম্প মানে তোমরা তাঁবুতে থাকতে, দাদা ?' বিদিশা কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ রে, ওখানে আর হোটেল কোথায় পাবো বল্? তাই মাটিতে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে থাকা, রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া সব হত। সেবার আমি সেই ক্যাম্পের অর্ডারলি অফিসার। তার মানে কি জানিস্?'

'কি দাদা?'

'মানে আমাকেই ক্যাম্পের সব জিনিস-পত্র গুটিয়ে নিতে হবে। সিস্টেমটা ছিল এইরকম। প্রতি ক্যাম্পে ছয়জন ট্রেনি ফরেস্ট অফিসার মিলে এক একটা হাউস বা দল তৈরী হত। আর অর্ডারলি অফিসার হিসাবে আমার দায়িত্ব ছিল সব কাজের এবং সব হাউসের তদারকি করা। ক্যাম্প শেষ হলে গোটা ক্যাম্পের সব তাঁবু, সব মালপত্র গুছিয়ে খচ্চরের পিঠে চাপানো হয়েছে কিনা, তা ঠিকমত দেখে সকলকে পরের ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়াও ছিল আমার দায়িত্ব'।

'আর তুমি কি পায়ে হেঁটে যেতে না খচ্চরের পিঠে চেপে?' বোঝা যায় জয়কেও গল্পের নেশায় পেয়ে বসেছে।

'না, আমার জন্য বরাদ্দ ছিল একটা ছোট পাহাড়ী ঘোড়া-পনি বলতে পারিস'। জবাব দেন বীরেন দেব। 'ক্যাম্পের শেষ দিনে মালপত্র সব চাপিয়ে আমি তাড়াহুড়ো করে সবাইকে রওনা করে দিচ্ছি- কারণ সন্ধ্যে হয়ে গেলে আবার মুশকিল'।

মিলির গলা শোনা যায় - 'কেন দাদা? কিসের মুশকিল?'

"জঙ্গলে তো নানান্ জীব-জন্তু থাকে দিদি, তারা রাত্তিরে বেরোয়। অন্ধকার হয়ে গেলে কিছু দেখতে পাব না, ওরা সেই সময়ে অ্যাটাক করতে পারে। তা আমি তো ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা দিয়েছি-দেখি ঘোড়াটা আর চলতেই চাইছেনা। যতই তাকে খোঁচা দিয়ে স্পীড বাড়ানোর চেষ্টা করি না কেন, সে হেলতে -দুলতে এগোয়। কখনও এদিকে- ওদিকে ঘাস খাবার চেষ্টা করে। ওদিকে চারদিকে গা ছম্ছমে অন্ধকার নেমে আসছে। হঠাৎ--"

'হঠাৎ কি?' একটু টেনশন জিতের গলায়। অন্য সকলে চুপ করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে।

'হঠাৎ আমার ঘোড়াটা দারুণ জোরে দৌড়তে শুরু করল। আমি কোনরকমে রাশ ধরে পিঠের উপরে চেপে বসে আছি। সে পাগলের মত দৌড়তে লাগল, থামল একেবারে আমাদের পরের ক্যাম্পের কাছে এসে। সেখানে

তখন হৈ-চৈ, লোকজন, আগুন জ্বলছে, কাজ-কর্ম চলছে। সেইখানে এসে তবে ঘোড়া শান্ত হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য এতক্ষণ বেদম দৌড়ে বেচারা হাঁপিয়ে পড়েছিল। আমার জানি না কেন, মনে একটা খট্‌কা লাগছিল। পিছনে ঘাড় ঘুড়িয়ে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি মিশকালো ঘন গাছপালার বুকে একটা হলুদ কি যেন গাছের উঁচু ডাল থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে নেমে বিদ্যুৎ-বেগে দৌড়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল'।

'লেপার্ড, দাদা'?

'হ্যাঁ, ঐ লেপার্ডটা সারা রাস্তা আমাদের পিছু পিছু এসেছে। ওরা গাছে চড়তে পারে জানিস তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' জয় বলে ওঠে। অন্যরাও সায় দেয়।

বিদিশা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'তুমি কিছুই টের পাও নি, দাদা?'

'না রে, কিন্তু ঘোড়াটা ঠিক গন্ধ পেয়েছে। আর হাওয়ার বেগে ছুটে আমাকে ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে, নিজের আর আমার দুজনের প্রাণ বাঁচিয়েছে'।

গল্পে গল্পে রোদ্দুর পড়ে আসছে। দিদাও কখন জানি দুপুরের ঘুম সেরে বারান্দায় এসে গেছেন।

"কি, বেশ গোল-টেবিল আড্ডা হচ্ছে দাদু আর নাতি-নাতনীরা মিলে ?" হাসি মুখে দিদা বলেন।

মিলি দিদার আঁচল ধরে টানে।

'তুমিও বোস না। কত ইন্টারেস্টিং অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে দাদুর !'

'সব অ্যাডভেঞ্চার তো একা একা? আমাকে নিয়ে গেছে কখনও? জিজ্ঞেস কর তোর দাদাকে' মজা করে বলেন দিদা। তারপর রান্নাঘরের দিকে এগোতে এগোতে বলেন,' দাঁড়া, চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। নইলে আমার আর রক্ষে আছে? লক্ষণকে বলছি ঝুরো নিমকি ভাজতে আর আলুর চপ আনিয়ে নেবো। চলবে তো সবার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদা। তুমি আন। নেক্‌স্‌ট গল্পটা বলো দাদা।' একসঙ্গে বলে ওঠে জিৎ আর জয়।

'হাতীর কলা খাওয়ার গল্প?' মিলি আবার চেষ্টা করতে ছাড়েনা।

"বলছি। তার আগে বল্, জানিস্ তোরা, একটা হাতী কত পরিমাণ খেতে পারে?"

বীরন দেব এক-এক করে নাতি-নাতনীদের মুখের দিকে তাকান।

'হ্যাঁ আমি জানি'। হাত তোলে বিদিশা। গত বছর স্কলের কুইজে এসেছিল প্রশ্নটা।' একশ-দেড়শ কেজি মত'।

'ভেরি গুড। আর জানিস, এদের বাচ্চা হতে ল্যাগ বাইশ মাস, মানুষের থেকে অনেক বেশি সময়। আমরা কাজ করতাম, তখন খাবারের খোঁজে হাতীর দল বর্মা -মানে এখনকার মায়ানমার, সেখান থেকে আসাম,নর্থ বেঙ্গল অবধি চলে আসত। হিমালয়ের ফুটহিলস্-এ ঘুরে বেড়াত। তা যাই হোক, আমি তখন ত্রিপুরাতে পোস্টেড। বিয়ে-থা হয়নি। পোষা জীব-জন্তুও আছে বেশ কয়েকটা। তার মধ্যে একটা হরিণের বাচ্চা তো একদিন আমার অফিস যাওয়ার সময়ে আমার পিছু পিছু গিয়ে অফিসে আমার টেবিলের সামনে এসে হাজির।'

'এদিকে আমার অরেকটা পুষ্যি ছিল-একটা বাচ্চা হাতি। আসলে ওটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেরই হাতী, কিন্তু আমার সাথে তার খুব ভাব ছিল। হাতীর বাচ্চারা দারুণ দুষ্টু হয় জানিস তো ? আমি যেখানে থাকতাম, তার কাছেই একটা

নদী ছিল, নাম গোমতী। বর্ষাকালে জলে ভেসে যেত, কিন্তু শীতে জল কমে গেলে বাঁশের সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার করা যেত। বেশী মালপত্র থাকলে হাতীর পিঠে চাপিয়ে নদী পার করা হত।'

'একদিন আমি এক কাঁদি কলা কিনে ফিরছি, সেটা সেই বাচ্চা হাতীটার নজরে পাড়ছে। কলার কাঁদি হাতে নিয়ে আমি তো সাঁকো পেরিয়ে নিজের বাড়ীতে ঢুকে গেছি। হঠাৎ শুনি মড়মড় আওয়াজ। ব্যাপার কি? ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি, সেই বাচ্চা হাতীটা কাঠের সাঁকো বেয়ে উঠতে গেছে কলার লোভে। সাঁকো কি আর হাতীর ওজন বইতে পারে? সে যতই বাচ্চা হাতী হোক না কেন? অতএব পপাত ধরণীতলে!'

'মানে?'

'মানে মাটিতে একেবারে ধপাস্ ! চল, এবার গল্প শেষ। এখন চা খাবার টাইম।'

'আহা, সেই হাতীর অন্য গল্পটাও শোনাওনা ওদের। সেই যে জলে পড়ে যাওয়ার গল্পটা?' দিদা যেন কখন চা নিয়ে চলে এসেছেন। সাথে লক্ষণ নিয়ে এসেছে নিমকি, মুড়িমাখা আর আলুর চপ।

'তুমি শোনাও। আমি একটু হাত মুখ ধুয়ে আসি।' উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গেন বীরেন দেব। একসময়ে কত অসুবিধা সহ্য করে, বিপদের সাথে মোকাবিলা করে থেকেছেন বনে-জঙ্গলে, এখানে-ওখানে রাত কাটাতে হয়েছে। অথচ এখন টানা বেশীক্ষণ একসাথে বসে থাকতেও অসুবিধে হয়।

দিদা মোড়া টেনে নিয়ে বসে শুরু করেন গল্প। ছোট দিনে অন্ধকার নেমে আসে তাড়াতাড়ি। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাকে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার যেন আরও ঘন হয়ে আসে। সাথে সাথে ঠান্ডাও জেঁকে বসে। বিদিশা ঘরে গিয়ে সবার জ্যাকেট নিয়ে আসে। সবচেয়ে ছোট মিলির দিদা শালের একপ্রান্ত গায়ে জড়িয়ে দিদার গা ঘেঁষে বসে।

'তখন তোদের দাদার ত্রিপুরাতেই পোস্টিং। সেই বাচ্চা হাতী আর তার মা-কে নিয়ে এই গল্প। বাচ্চাটা খুব দুষ্টু ছিল শুনলি তো? দারুণ ছট্‌ফটে আর দুরন্ত। একদম মার কথা শুনত না- তোদের মত আর কি!'

মিলি অবাক হয়- 'মার কথা শুনত না মানে? হাতীরা তো আর কথা বলে না!'

তা-ও তাদের মায়ের কথা মেনে চলতে হয়-গল্পটা শুনলেই বুঝতে পারবি। একদিন তোদের দাদা জঙ্গলে ট্যুরে বেরিয়েছে, সেই মা-হাতীর পিঠে চড়ে, তারই পিঠে বাক্স-বিছানা সব চাপিয়ে। সঙ্গে আরও কিছু লোকজনও ছিল। পথে পড়বে একটা নদী-কি যেন নামটা? দাঁড়া বলছি'.....

'এরই মধ্যে ভুলে গেলে? দাদুর বকুনি।' 'নদীর নাম গোমতী।'

ইজিচেয়ারে বসে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাদু আবার গল্পের রাশ হাতে তুলে নেন।

'গোমতীতে তখন জল খুব উঁচু নয়, কিন্তু স্রোতের টান যথেষ্ট। পাহাড়ী নদী তো। সেই স্রোতের টান বড় হাতী আটকাতে পারে, কিন্তু বাচ্চা হাতী সেই টানে নদীতে ভেসে যাবে। তাই মা-হাতী তার বাচ্চাকে তার নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে তেরছা ভাবে সাঁতরে নদী পার হয়। বাচ্চাটা মায়ের গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে, তাকে স্রোতের মুখোমুখি হতে হয় না।'

'এদিকে হয়েছে কি, সেই বাচ্চা হাতীটা দুষ্টুমি করে লাফালাফি করতে করতে কখন যেন মায়ের গা থেকে আলগা হয়ে গেছে। আর যায় কোথায়! বাচ্চা ভেসে যেতেই মা-হাতী এক ঝটকায় আমাদেরকে, বাক্স-বিছানা সব নদীতে ফেলে ছুটেছে বাচ্চার পিছু পিছু। আমরা সব ঠান্ডা জলের মধ্যে পড়ে ভিজে একসা। তাও কোন রকমে

সেগুলো কয়েকটা উদ্ধার করে সাঁতরে তীরে উঠলাম। মা-হাতীও নদীতে আরও অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাকে উদ্ধার করল। আমরা সকলে দেখি নদীর পাড়ে উঠে বাচ্চাকে রীতিমত লাথি মারছে-এই হল দুষ্টুমির শাস্তি!' হাসতে লাগলেন দাদু আর ছেলে-মেয়েরাও সকলে হেসে উঠল সেই দৃশ্য কল্পনা করে।

'আচ্ছা, দাদা' মুড়ি আর আলুর চপ খেতে খেতে জয় জিজ্ঞেস করে, 'লোন্‌লি টাস্কার মানে তো হাতী তাই না?'

'হ্যাঁ, এটা ভাল প্রশ্ন করেছিস। লোন্‌লি টাস্কার হল দলছুট হাতী। হাতীরা সাধারণতঃ বিরাট দলে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু এরকম হাতী, যারা দল ছেড়ে একলা ঘোরাফেরা করে, তারা প্রায়ই বেশ ডেঞ্জারাস হয়। মানুষকে এরা সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে।'

জিৎ কৌতূহলী হয়ে ওঠে।' তুমি নিজে দেখেছ দাদা? লোন্‌লি টাস্কার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুটো ঘটনা তো এখনি মনে পড়ছে। প্রথমটা ত্রিপুরায়। আমি আর আমার বন্ধু আর এক ফরেস্ট অফিসার সাইকেলে করে জঙ্গলে গেছি-হঠাৎ দেখি এটা দলছুট হাতী। সে তো আমাদের একেবারে তেড়ে এসেছে-আমরা তখন বিপদ বুঝে সাইকেল ফেলে অন্যদিকে দৌড়ে পালিয়েছি। আমাদের ভাগ্য ভাল যে টাস্কারটা ফুল চার্জে দৌড়ে এসেছিল বলে নিজেকে সামলাতে না পেরে একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে। আমরা পরে যখন লোকজন নিয়ে জঙ্গলের ঐ দিকটায় আবার গেছি, তখন দেখি একটা হাতীর ভাঙা দাঁত পড়ে আছে।

'অন্যটা তো জলপাইগুড়ির, না?' দিদা মনে করিয়ে দেন।

'হ্যাঁ। আমি একদিন আর ফরেস্ট অফিসারের সাথে জঙ্গলে বেরিয়েছি, এমন সময়ে এক সাহেবের সাথে দেখা। সে ছিল এক চা-বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে আমরা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম জঙ্গল থেকে ফিরে আসবে কিনা। কিন্তু সে বলল যে আরও কিছুক্ষণ জঙ্গলে থাকবে।'

'আমরা ফিরে এসে রেঞ্জারের বাড়ীতে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময়ে এক গার্ড খবর দিল যে সাহেব মারা গেছে। আসলে হয়েছিল কি, এক লোন্‌লি টাস্কার একটা ছোট সাঁকোর পাশে অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিল। যেই না সাহেব সাঁকো দিয়ে নেমেছে, তাকে অ্যাটাক করেছে। সাাহবের মুখ-চোখ শরীরের যা দশা করেছিল, তাকে আর চেনার উপায় ছিল না।'

বারান্দায় এতক্ষণ যে মজলিশী আবহাওয়া ছিল, এই গল্প শোনার পর সেটা যেন একটু সিরিয়াস হয়ে গেল। সেটা বুঝতে পেরে দিদা বলে উঠলেন-'এত মরে-টরে যাওয়ার গল্প শুনে কাজ নেই। বরং অন্য গল্প শোনা যাক।

'আজ অনেক গল্প হয়েছে।' বললেন বীরেন দেব। 'গল্প-দাদুর আসর এখানেই শেষ।'

'না,না, একটা লাস্টগল্প বল', নাতি-নাতনীরা ছাড়ে না।

মিলি হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা দাদা, তোমার একটা পোষা সাপ ছিল না?

'হ্যাঁ ছিল তো।' হাসতে হাসতে দাদা বললেন। 'তা-ও আবার যে-সে সাপ নয় একেবারে কিং কোবরা। কিন্তু তোকে কে বলল? আমার কাছে তো শুনিস নি?'

'দিদা বলেছে।'

'ও । ঠিক আছে,আজকে যখন এত গল্প হচ্ছে, তখন কিং কোবরার গল্পটাও হয়ে যাক। এটাও ত্রিপুরার গল্প। আমাদের ফরেস্ট রেঞ্জে একজন মাহুতের সহিস ছিল? সে একনি কোত্থেকে এক বড় কোবরা ধরে আমার কাছে

নিয়ে এসেছে। জানিস তো, কোবরা সাপেদের মধ্যে একেবারে ইউনিক, সহজে দেখা যায় না। তাই ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার হিসাবে ভাবলাম যে যদি এটাকে কোন চিড়িয়াখানায় দিতে পারি, তবে একটা কাজের মত কাজ হবে।'

'কিন্তু তখন তো এখানকার মত মোবাইল, ই-মেলের সুবিধা ছিল না যোগাযোগ করতে অনেক সময় লাগত। যতদিন না কোন চিড়িয়াখানা কোবরাটাকে রাখতে রাজী হয়, তাকে আমার রাখতে হবে। তখন এক কাঠের খাঁচা বানালাম। ভাল করে পেরেক-টেরেক লাগিয়ে দিয়ে পোক্ত করে সাপটাকে তার মধ্যে আটকে রাখলাম। খাওয়া-দাওয়া দিচ্ছিলাম নিয়মিত।'

'কিং কোবরার ডায়েটটা কিরকম একটু বলবে দাদা?'

দাদু হেসে জিতের মুখের দিকে তাকান।

'সে ডায়েট তোমাদের ভাল লাগবে না। ইঁদুর, মুরগী, এসব খাবার দিতে হত। কিন্তু খাঁচাটাকে সারাক্ষণ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হত, যাতে লোকজন জেনে না যায় যে আমার কাছে পোষা কিং কোবরা আছে।কিন্তু আশেপাশের গ্রামের লোকজন কিভাবে যেন জেনে গেল যে এই ডি এফ ও সাহেব এক কিং কোবরা পুষেছে আর সারা জায়গায় হৈচৈ পড়ে গেল। লোকজন তো খেপে আগুন।'

'ইতিমধ্যে হয়েছে কি, একদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে অফিসে গেছি, হঠাৎ এক আর্দালি দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিল, সাপ খাঁচা থেকে পালিয়েছে। আর সাপটাকে নাকি আমার কোয়ার্টারের দিকে যেতে দেখা গেছে।'

'আমি তখন ভাবছি, যদি সাপটা এখানে কাউকে কামড়ায় বা ফরেস্টের পাঁচিলের বাইরে গ্রামের কাউকে কামড়ায়, তবে আমার অ্যারেস্ট আটকায় কার সাধ্য! কারণ জানিস তো কিং কোবরা সাপের বিষে মৃত্যু অবধারিত।'

'দৌড়ে গিয়ে রাইফেলে গুলি ভরে গেলাম সাপ যেদিকে গেছে, তার পিছু পিছু। ভাগ্য ভাল, দেখি বাঁশঝাড়ের উপর থেকে শ্রীমান আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।'

'তারপর?' চার জোড়া চোখ দাদার উপর স্থির।

'তারপর আর কি? টিপ নিয়ে গুলি করতেই প্রথম গুলিতে ঝুপ করে মাটিতে পড়ল। তারপর সেকেন্ড গুলিতে সব শেষ।'

একটা সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাস পড়ে মৃত কিং কোবরার জন্য। সত্যি, বেচারা সাপের তো কোন দোষ নেই। সবাই চুপ করে ভাবতে থাকে।

হঠাৎ গাড়ীর আওয়াজে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। মা-বাবারা বাজার সেরে ফিরে এসেছে। হ্যাত নানান্ ব্যাগ আর প্যাকেট নিয়ে নামতে নামতে বিদিশার মা হৈ হৈ করে ওঠে-'কি রে, গেলি না তো কেউ আমাদের সঙ্গে? কত মজা হত, 'হ্যাঁ রে, এখানে নতুন শপিং মলটা বেশ ভাল বানিয়েছে,' সায় দেয় মিলির মা।

বাচ্চারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়-চট্ করে কোন উত্তর আসে না। আসলে শহর আর শপিং মল থেকে অনেক দূরে যে সবুজ রাজ্যে তারা হারিয়ে গেছিল, তার থেকে ফিরতে একটু সময় তো লাগবেই।